বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬

৪৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬, সোমবার, ১২ মাঘ, ১৪৩২
Vol. 49, Issue No. 4, Monday, 26 January 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস আজ।
সংবিধান রক্ষা, দেশ রক্ষা, গণতন্ত্র রক্ষীর শপথে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হবে।

শ্রমিক-কৃষক গণসংগঠনের ডাকা ডেপুটেশনে পুলিশের ভূমিকাতে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ জানুয়ারি : গণতান্ত্রিকভাবে বিক্ষোভ দেখানোর প্রাণ কেন্দ্র কার্জন গেটের মূল জায়গা দখল করে রয়েছে শাসক দল। ভোটার অধিকার সুরক্ষার নাম করে ক্যাম্প করেছে তৃণমূল। সাধারণ প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন দর্শকের ভূমিকায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে শাসক বিরোধী দল এই কাজ করলে কী পুলিশ এ কাজ মানতেন? পুলিশের দল দাসের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে কৃষক সভার রাজ্য নেতা অমল হালদার বলেন অনুমোদন নেওয়া সত্ত্বেও একই ইস্যুতে কার্জন গেটের বিক্ষোভ সভা আটকে দিল পুলিশ। অন্যদিকে শাসক দলের জন্য এস আই আর শুনানিতে হয়রানির বন্ধের দাবিতে ডেপুটেশন দিতে দেয় পুলিশ। বামপন্থী গণসংগঠনগুলির ডাকা বিক্ষোভ সমাবেশ করতে হয় বাদামতলায়। পুলিশ আটকে দেয় আমাদের বাসগুলি। এস আই আর শুনানিতে যে হয়রানি চলছে তাকে কটাক্ষ করে হালদার বলেন দিদি সাপ হয়ে কামড়াচ্ছে ওঝা হয়ে ঝাড়ছে।

বামপন্থী গণসংগঠনগুলির ডাকে আট দফা দাবিতে ২১ জানুয়ারি বিক্ষোভ সভায় লাল ঝাণ্ডার মিছিল আছড়ে পড়ল বাদামতলায়। দলদাস পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বক্তারা। রাস্তার ওপর বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় মানুষ। এস আই আর শুনানি তে হয়রানি বন্ধ, ১০০ দিনের কাজ চালু করা ও বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া শ্রমকোড বাতিল সহ আট দফা দাবিতে এদিন ডেপুটেশন ছিল। এদিনের সভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা শুকুল শিকদার, নন্দলাল পণ্ডিত, মিজানুর রহমান, নজরুল ইসলাম। এদিন ৭ জনের প্রতিনিধিদল জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে গেলে তিনি থাকেননি। আগে থেকে সময় নেওয়া থাকলেও সভাধিপতি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রতিনিধিদল।

কালনায় আশা কর্মীদের তীব্র প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ জানুয়ারি : স্বাস্থ্য দপ্তর অভিযানে আশা কর্মীদের কালনা স্টেশনে রেল পুলিশের আটকানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন আশা কর্মীরা। এদিন কালনা-২ ব্লকের আশা কর্মীরা অম্বিকা কালনা স্টেশন চত্বরে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ সভা করেন। রেল পুলিশের ঘৃণ্য ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান। পরে কালনা স্টেশন থেকে শুরু হয়ে একটি ধিক্কার মিছিল কালনা সুপার স্পেশালিটি গেট পর্যন্ত যায়। উল্লেখ্য একুশে জানুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তর অভিযানের আগে থেকে আশা কর্মীদের উপর পুলিশি হুমকি শুরু হয়। বাদুড়িয়ার রুদ্রপুরের আশা কর্মী মহামায়া দেবনাথকে দিয়ে পুলিশের হুমকি শুরু হলেও সেই হুমকি সকাল থেকেই চলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কাটোয়া ব্যান্ডেল রেল লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে ঢোকার আগেই আশা কর্মীদের আটকায় রেল পুলিশ। কাটোয়া কালনা সহ বিভিন্ন স্টেশনে এদিন একই ঘটনা ঘটে। কালনার আশাকর্মীরা স্বাস্থ্য অভিযানের সকালে অম্বিকা কালনা স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু টিকিট কেটে প্লাটফর্মে ওঠার আগেই আশা কর্মীদের বাধা দেয় রেল পুলিশ। তাদের রেলের টিকিট কেড়ে নিয়ে স্টেশনের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর আশা কর্মীদের টিকিটের দাম ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সভায় মন্ত্রী চড়াও-এর প্রতিবাদে ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২২ জানুয়ারি : বিক্ষোভ সভায় ছাত্রনেতার বক্তব্য চলাকালীন মন্ত্রী দলবল নিয়ে চড়াও হওয়ার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এস.এফ.আই ও ডি.ওয়াই.এফ.আই পূর্বস্থলী-১ ব্লক আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী-১ ব্লকের শ্রীরামপুর কুন্ডু পাড়ায়। বক্তব্য রাখেন এসএফআইয়ের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক ঊষশী রায়চৌধুরী, প্রবীর দেবনাথ, আতাবুল শেখ, প্রবীর দেবনাথ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন অভিজিৎ দেবনাথ। বক্তারা জানান, অনুমতি নেওয়া কর্মসূচি চলাকালীন তার উপর দলবল নিয়ে চড়াও হয়েছেন রাজ্যের

—এরপর চারের পাতায়

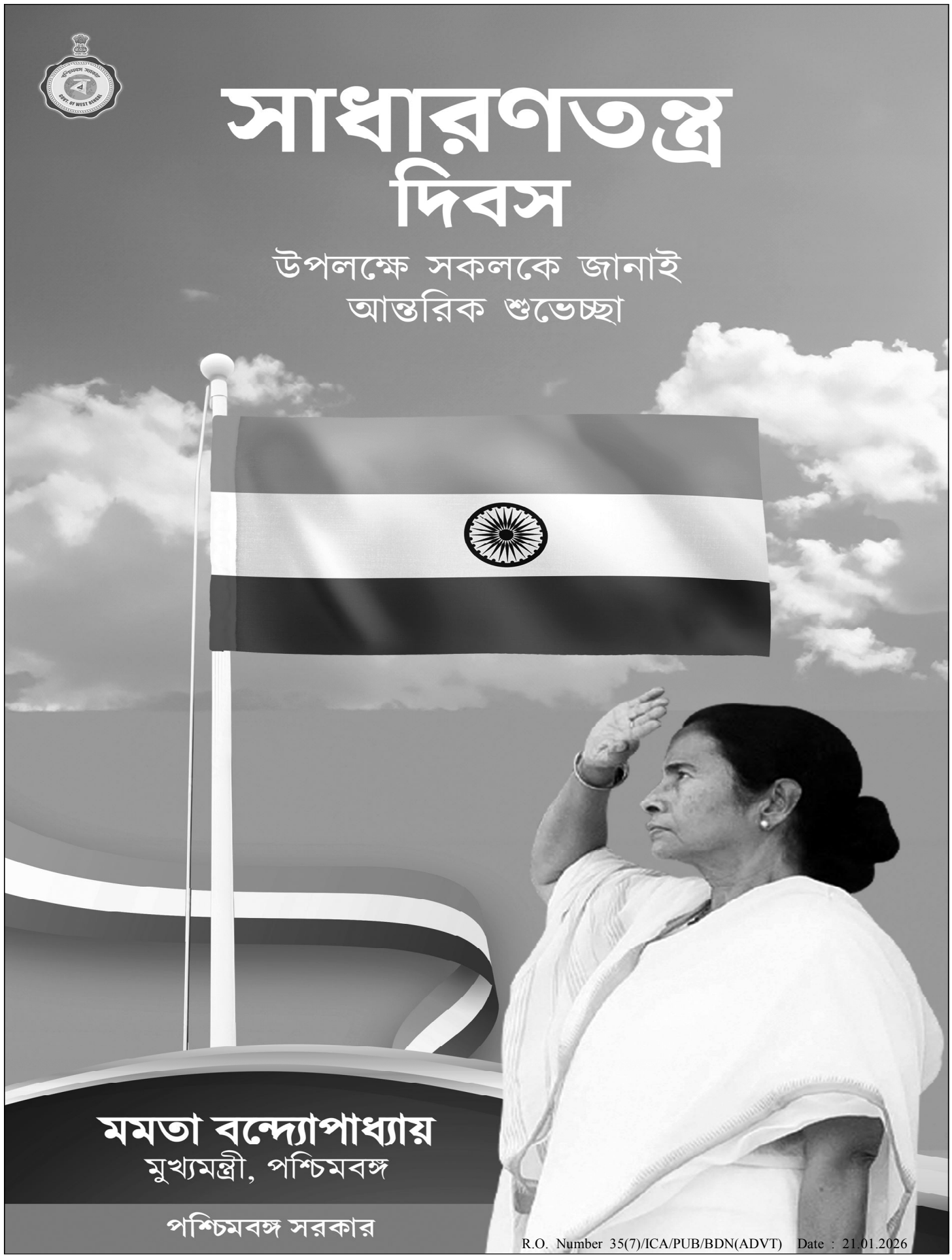

নতুন চিঠি

২৬ জানুয়ারি, ২০২৬

এবার কি করতে হবে!

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। সকালে তরুণের কাছে জানতে চাইলাম, দিনটার তাৎপর্য কী? উত্তর এলো জাতীয় ছুটির একটা দিন। বিষম খেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু থেমে গেলাম, ওদের দোষ নেই। আমরা এমনই উত্তরাধিকার তৈরি করেছি। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর সারা দেশ জুড়ে পতাকা উত্তোলন আর 'লেফট রাইট' করে 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' গান গেয়েই ছেড়ে দিয়েছি ওদের। মাঝখানে কিছুদিন 'সারে যাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা' শোনানো হয়েছিল, এক দশক ধরে সে গান পরিত্যাজ্য হয়েছে। এবার বুঝি 'বন্দেমাতরম' জেগে ওঠবার পালা! ভালোই হবে! বাঙালি হিসেবে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করবো!

প্রজাতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন রাষ্ট্রের প্রধান। রাজতন্ত্র অথবা বংশানুক্রমিক কোনো রাজা বা রানির অনুগ্রহ নয়, রাষ্ট্র চালান তিনি। প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য সংবিধান অনুযায়ী জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে দেশ চালানো।

সহজভাবে প্রজাতন্ত্র- জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। রাষ্ট্র চালনার মূল ভিত্তি জনগণের মতামত ও সম্মতি, নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করার মাধ্যমে সংবিধান নির্দিষ্ট আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। আক্ষরিক বয়ান নয় মূলভাবকে অনুসরণ। দেশ স্বাধীন হবার পর নেহেরু সরকার প্রজাতন্ত্রের বিষয়টি লাগু করেছিলেন। ভারত প্রজাতন্ত্রী দেশ হিসাবে বিশ্বে পরিচিত হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন ব্যক্তি। ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবসের জনক নেহেরু সরকার।

সেই ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সংবিধান অনুযায়ী সংসদ ভবনে প্রথম প্রবেশের সময় সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে বিগত এক দশক ধরে যে কীর্তিগুলি গড়েছেন সেগুলি হলো; ১। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর কঠোর হস্তক্ষেপ। ২। ইন্টারনেট বন্ধের রেকর্ড। ৩। মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য আইন প্রণয়ন। ৪। অনলাইন সেন্সরশিপ চালু। ৫। নাগরিকদের উপর নজরদারি। ৬। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার অপসারণ। ৭। রাজনৈতিক দমন পীড়ন। ৮। স্বাধীন জাতি থেকে 'নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্রে'র পথে যাত্রা। ৯। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোটারদের দমন। ১০। সর্বশেষ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এস আই আর) মাধ্যমে দলীয় স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে (২০২৫-২৬ সময়ে) ব্যবহার। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ইন্ডিয়া গেটের সামনে সংবিধানের জন্য নয়, ইনি সেলাম ঠুকবেন আর এস এস-এর জন্য। আমাদের ভাবা উচিত এবার কি করতে হবে! স্বাভাবিক আজ সংবিধান ও দেশের গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নেওয়ার দিন।

শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতির 'শক্তি ও পরিবেশ' বিষয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ জানুয়ারি, বর্ধমান : শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতির মুখপত্র 'স্বাস্থ্য ও মানুষ' পত্রিকা এবং ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার-এর যৌথ উদ্যোগে 'শক্তি ও পরিবেশ' বিষয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচক ছিলেন বেলজিয়াম লিয়েজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মতিহার রহমান। তিনি বলেন, আজকের বিশ্বে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সমস্যা হলো জ্বালনি সংকট এবং উষ্ণায়ন। কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো অনবায়নযোগ্য জীবাশ্ম ব্যবহারের কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি প্লাস্টিক এবং জৈব বস্তুপুঞ্জ বর্জ্য দূষণের ফলে পরিবেশগত উদ্বেগ বাড়ছে। তাই এই বর্জ্য পুনর্ব্যবহার কৌশযলের জন্য উচ্চ শক্তি ইনপুট প্রয়োজন। তিনি বলেন, সূর্যালোক একটি অসীম এবং শোষণযোগ্য শক্তির উৎস, যা সরাসরি বা পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্জ্য থেকে মূল্য পণ্য রূপান্তর করা সম্ভব। তিনি CO_2 এবং বর্জ্যকে মূল্যবান জ্বালানি এবং রাসায়নিকে রূপান্তরের জন্য দক্ষ ইলেক্টোকোমিক্যাল এবং ফটো ইলেক্ট্রো কেমিক্যাল এবং ফটো ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিস্টেমগুলিকে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে স্কেলযোগ্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনীতিকে একটি সমৃদ্ধ বিকাশের দিকে নিয়ে যায়া সম্ভব। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল। সভা সঞ্চালনা করেন ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, গণ্যমান্য বহু মানুষের উপস্থিতি এবং নানা প্রশ্ন-উত্তরে আলোচনাসভাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র : প্রজাতান্ত্রিকতার সঙ্কট

প্রবীরদাস ঘোষ

সমগ্র বিশ্বের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র এক বিস্ময়কর অধ্যায়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী যখন ভারত নিজেকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে তখন পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। যদিও সাত দশকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র শুধু টিকে আছে তাই নয়, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক কাঠামো হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখা যাবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র এক চরম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এটা ঘটনা যে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের টিকে থাকা বা রেজিলিয়েন্সের ক্ষমতা এক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও প্রশ্ন হোল যে, প্রজাতন্ত্রের প্রাণভোমরা তথা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়, বহুত্ববাদ ইত্যাদি সত্যিই কি শক্ত ভিতের ওপর আজও দাঁড়াতে পেরেছে?

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সাম্য, মৈত্রী, ন্যায়বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ ঘোষিত হয়েছে তা ভারতকে একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরে। মনে রাখা প্রয়োজন ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশে বহুত্ববাদ কেবল একটি শব্দমাত্র নয়, এটি প্রজাতন্ত্র টিকে থাকার মূল ভিত্তি।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্র কে এমন আড়াআড়ি ভাবে খণ্ডবিখন্ড করা হচ্ছে যা বহুত্ববাদকে সংকটের সামনে দাঁড় করিয়েছে। বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্য কে ধ্বংস করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করতে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী মেরুকরণ ও বিভাজনের রাজনীতি সুদৃঢ়করনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অভাবকে প্রকট করছে। সমাজস্থ মানুষ যখন একে অপরকে প্রতিবেশী হিসাবে না দেখে হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে দেখতে শুরু করে, তখন সমাজের স্বাভাবিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে এবং সংখ্যালঘু বা প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে ও সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই 'অপরায়ন প্রক্রিয়া' (process of otherization) এমন এক ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে যেখানে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের সুস্থতা বিনষ্ট হয়। Christophe Jaffrelo এটাকেই বলেছেন, ভারত 'সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র' থেকে 'জাতিগত প্রজাতন্ত্র'-এ রূপান্তরিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদ পরোক্ষে এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করছে যেখানে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা সংস্কৃতির আধিপত্য নির্মাণ সহজতর হয়। এই বিশেষ গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নির্মাণ ১৯৫০ এর প্রজাতন্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইতালীয় কমিউনিস্ট, আন্তোনিও গ্রামসির ভাষ্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই নয়; বরং শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম ইত্যাদি মাধ্যম দ্বারা নাগরিকের চেতনাকে এমনভাবে বিনির্মাণ করে যাতে নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় শাসকের অনুকূলে সম্মতি জ্ঞাপন করে। নাগরিকের এই নীরব সম্মতি শাসক কর্তৃক শাসনের পথকে মসৃন ও নিষ্কণ্টক করে। বর্তমান ভারতের দিকে তাকালে সহজেই অনুমেয় হয় যে কিভাবে মিডিয়ার একাংশ শাসকের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ভাষ্যকে পুনুরুৎপাদন করে চলেছে। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আজ একটি সাধারণ বোধ (common sense) হয়ে উঠছে এবং ইতিহাস ও পরিচিতির পুনর্গঠন ঘটছে। এর ফলশ্রুতিতে নাগরিকগণ ক্ষমতার ভাষ্যকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করছে।

হান্না আরেন্টের 'নাগরিক পরিসর' (public realm) ধারণাটির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাজনীতি তখনই অর্থবহ হয় যখন নাগরিকগণ ভয়মুক্তভাবে মতপ্রকাশ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। দুর্ভাগ্য এটাই যে বর্তমান ভিন্ন মতের প্রকাশ রাষ্ট্র বিরোধিতার সমার্থক হিসাবে গন্য করা হচ্ছে। প্রতিবাদ ও সমালোচনার পরিসরকে প্রতিনিয়ত সংকুচিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুধুমাত্র ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যে ভোট প্রক্রিয়া পেশি শক্তি, অর্থশক্তি ও ভীতি প্রদর্শনের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতি স্বীকার করেও এই সহজবোধ্য সত্যকে অস্বীকার করা যাবেনা যে, গণতন্ত্র কেবল ভোট দেবার উৎসব নয়;এটি প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা বটে। বর্তমানে এই নিশ্চয়তা সোনার পাথরবাটির পর্যায়ে নেমে এসেছে। আরেন্টের ভাষায় এই পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পতন নয়,এটি গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা । আরেন্ট এটাকে নাগরিক পরিসরের সংকোচন ও কর্তৃত্ববাদের (totalitarianism) নীরব উত্থান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নীরবে এই কর্তৃত্ববাদ প্রজাতান্ত্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতিকে দুর্বল করে তোলে ও ধীরে ধীরে নাগরিকদের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে শাসক তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে উদীয়মান আধুনিক কর্তৃত্ববাদ এভাবেই ভারতের 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রজাতন্ত্র' (inclusive republic)-এর চরিত্রকে বদলে দিচ্ছে, যা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংহতিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শক্তিশালী আর একটি স্তম্ভ হোল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা বিচারবিভাগ, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন, সিবিআই, ইডি, ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমান সময়ে ক্রমশ রাজনৈতিক প্রভাবাধিন হয়ে পড়ছে। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে যখন তারা নিরপেক্ষতা ছেড়ে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রচারক হয়ে ওঠে তখন সত্য আড়ালে চলে যায়। মানুষের মধ্যে ভুল তথ্য ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। এর অভিঘাতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের 'চেকস এন্ড ব্যালান্স' ব্যবস্থা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। রামচন্দ্র গুহ তাঁর বইয়ে বলেছেন, প্রজাতন্ত্র তখনই সচল থাকে যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রভাবমুক্ত থাকে। জরুরী অবস্থা ও নব্বইয়ের দশকের অস্থিরতার পরবর্তীকালে বর্তমান সময়কে তিনি ভারতীয় ''প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় সংকট'' হিসাবে দেখেছেন। অন্যদিকে প্রতাপভানু মেহতা মনে করেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এটি একটি ''সাংবিধানিক নৈতিকতার সংকট''। তাঁর মতে, বর্তমানে রাষ্ট্র তার প্রজাতন্ত্রিক চরিত্র হারিয়ে একচ্ছত্র ক্ষমতার দিকে ঝুঁকছে, যেখানে বিচারবিভাগ শাসনবিভাগকে প্রশ্ন করতে ভয় পায়, সংবাদ মাধ্যম সত্যকে প্রকাশ করলে সাংবাদিক কে হত্যা করা হয়, সিবিআই, ইডি, পুলিশ শাসকবিরোধী সত্যকে উন্মোচন করতে ভয় পায়। ভয়ের এই সর্বগ্রাসী বাস্তবতা নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রজাতান্ত্রিক নিশ্চয়তাকে দুর্বল করে দেয়। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে, ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিটি ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভিন্নমতের সহাবস্থান। বর্তমানে প্রজাতন্ত্রের সেই 'তর্কমূলক চরিত্রটি' (argumentative character) হারিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের স্বরকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে। ফলে সব শ্রেণির মানুষের আলোচনার ও বিতর্কের পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন প্রজাতন্ত্র তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। একইভাবে অরুন্ধতী রায় মনে করেন, প্রজাতন্ত্রে যেখানে সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কথা, সেখানে রাষ্ট্র এখন কর্পোরেট ও উগ্র জাতীয়তাবাদের স্বার্থে কাজ করছে। বর্তমানে সংবিধানের অক্ষরগুলো টিকে আছে, বিচারবিভাগ আছে, পুলিশ আছে, সিবিআই আছে কিন্তু সাহস হারিয়ে গেছে। এদের নিজস্ব স্বাধীন পরিসর এমনভাবে ভয়ের গর্তে ঢুকে গেছে যে, প্রজাতন্ত্রের আত্মা ও প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি যেমন সব চাকা ঠিক না থাকলে চলতে পারে না, একটি প্রজাতন্ত্রও সব ধর্ম,বর্ণের মানুষের সহযোগিতা ছাড়া বিকশিত হতে পারেনা। ক্ষমতা যখন একমুখী হয়, বলদর্পি হয় তখন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধর্ষিত হয়। এই ধর্ষণ বর্তমানে এমন লালসাময় হয়ে উঠেছে যে, প্রজাতন্ত্র তার সঠিক পথ হারিয়ে ফেলছে। সম্পদের একটি বড় অংশ মুষ্টিমেয় কিছু কর্পোরেটদের হাতে কুক্ষিকরণ, নীতি নির্ধারণে সাধারণ মানুষের সুযোগ সীমিতকরণ দুর্নীতির প্রতিষ্ঠানিকরণ (Institutionalization of Corruption) এবং রাজনীতির অপরাধিকরণ (Criminalization of Politics) দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলি প্রজাতন্ত্রের আসল মালিক তথা জনগণকে ক্রমশই ক্ষমতাহীন করে তুলছে। স্বাভাবিক পরিণতিতে পাঁচবছর অন্তর নির্বাচনের সাংবিধানিক বৈধতা থাকলেও এর নৈতিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। নৈতিক বৈধতাহীন নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নমত, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নিশ্চিতভাবেই নাগালের বাইরে চলে যায়।

এমতাবস্থায় প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস যাপনের প্রাক্কালে ভেবে দেখার সময় এসেছে যে, ''নাগরিক থেকে প্রজা হওয়ার ঝুঁকি'' সম্পর্কে কি আমরা সচেতন? বস্তুত প্রজাতন্ত্র নাগরিক সৃষ্টি করে, আর কর্তৃত্ববাদ (totalitarianism) প্রজা সৃষ্টি করে। যখন রাষ্ট্র সমালোচনাকে দেশদ্রোহিতা বলে চিহ্নিত করে, ভিন্ন মতকে নির্মমভাবে দমন করে বা ভয় দেখায়, পুলিশ-প্রশাসন-মিডিয়াকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তখন নাগরিকরা অধিকারভোগী নয়, বরং আনুগত্যশীল প্রজায় পরিণত হয়।

নাগরিক থেকে প্রজায় রূপান্তরকরণের এই প্রচেষ্টাই বর্তমান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গভীর সংকট। হান্না আরেন্ট এই বিষয়ে আগেই সতর্ক করে বলেছিলেন, গণতন্ত্র ধ্বংস হয় ট্যাংক দিয়ে নয়, ধ্বংস হয় নাগরিকদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিয়ে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংকট এটাই যে এখানে নাগরিক ভোট দেয় কিন্তু প্রশ্ন করে না। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এখনও আছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সাহস নেই—এরা প্রতিরোধ করে না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন এটাই যে, রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে কিন্তু প্রজাতন্ত্র হচ্ছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকেই খুঁজে বার করতে হবে। অন্যথায় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কেন আমরা তৈরী করতে পারলাম না, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার উত্তর দেবার দায়ভার কি আমাদের ওপর বর্তাবে না? পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র রেখে যাওয়ার দায় ও দায়িত্ব তাই আমার, আপনার, আমাদের।

তথ্যসূত্র :

1. Christophe Jaffrelo : Modi's India: Hindu Nationalism & the Rise of Ethnic Democracy. 2021.

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

নিবিড় আঁধার

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

কয়েক কাঠা জায়গা নিয়ে বাড়িটা করেছেন অরূপবাবু। আশপাশে এখনো অত বাড়ি গজিয়ে ওঠেনি। প্রচুর আলো বাতাসপূর্ণ পরিবেশ। গেটের দুই পাশে দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ, যেনো আগত অতিথিদের অভিবাদন করে। মাঝখানে প্রচুর মরশুমি ফুলের গাছ, বাগান দিবানিশি কে আলোকিত করে রেখেছে। 'দিবানিশি' এই বাড়ির নাম। রাত্রিবেলা এখনো বেশ গা ছমছম করে এই নির্জন পরিবেশে। স্ত্রী উষা অপূর্ব সুন্দরী, খুব অল্প বয়সে এই বাড়িতে তার আসা। সে খুব প্রকৃতিপ্রেমী। এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে তার মায়ের মতো রূপের ডালি নিয়ে এসেছে। ছেলে কলকাতায় পাঠরত। হঠাৎ অরূপবাবুর কাজের বদলি হলো কলকাতায়। মুস্কিল, এই সাজান সুন্দর বাড়ি ফেলে সবাই চলে যাবার কথা ভাবা যায় না। আবার ওদের একা থাকার কথায় ভয় ও লাগে। তবু ওরা থেকেই যায়। বাড়িতে পুরনো কাজের লোক গণেশদা আছে, আর মালি লক্ষ্মণ। মেয়ে এখানে শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছে। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথটা অনেকখানি ও নির্জন। একটা বাঁকের মুখে কয়েকজন ছেলে বসে থাকে, ওরা পূর্বাকে কিছুদিন ধরে খুব উত্যক্ত করছে। মা ওকে নিতে এসেছিল কয়েকদিন, পূর্বার লজ্জা লাগে, মাকে ও বারণ করে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে কোচিং গেছিল, বেলা পড়ে এসেছে। সেই ছেলেগুলো তার সামনে ঘুরে ফিরে অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে থাকে, একজন তার ওড়না ধরে টানতেই সে নিজেকে আর সংযত করতে পারে না। সপাটে একটা থাপ্পড় মারে ছেলেটার গালে। থমকে থেমে গিয়ে ওরা বলে, আচ্ছা এর বদলা কি করে নিতে হয় দেখিস।

অনেকক্ষণ মা-মেয়ে কেঁদে চলে। চিন্তা করে, সব ফেলে কলকাতায় চলে যেতেই হবে। এমন ঘটনার পর এখানে থাকার সাহস হারিয়ে ফেলে ওরা। পরের দিন পূর্বা আর কলেজ যায় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা নামে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। পূর্বা তার পড়ার ঘরে বসে আছে। কাচের জানালা দিয়ে বাগানটা দেখা যায়। চন্দ্রমল্লিকায় ভরে আছে গাছ। মা রান্না ঘরে। বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করে পূর্বা। হঠাৎ বড়ো গেটের কাছে কিছু গোলমাল শোনা যায়, তারপর সব চুপ। গেটের পাশের ঘরে লক্ষ্মণ চাচা থাকে। কি হলো দেখার জন্য চেয়ার ছেড়ে ওঠে পূর্বা, সেই সময় রান্নাঘর থেকে মায়ের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যায়। বড়ো প্যাসেজটা পার হয়ে এসে ও যা দেখে ওর ও মুখের ভাষা হারায়। তবু সাহস করে বলে, একি এত রাতে ভদ্রলোকের বাড়িতে এই ভাবে ঢুকতে লজ্জা করে না। এই সেই ছেলেগুলো। ওরা কোনো কথা বলে না, দুজন শক্ত করে উষার হাত চেপে ধরে। দলের পাণ্ডা এগিয়ে আসে পূর্বার দিকে। খুব সাহস তাই না। আমার এলাকায় থেকে আমাদের গায়ে হাত? এবার বোঝাবো কার সাহস কত। পূর্বা ভয় পায়, পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ওর প্রবল শক্তির কাছে পেরে ওঠে না, মায়ের সামনে মেয়ের সম্ভ্রম ধুলোয় লুটতে থাকে। উষা সহ্য করতে পারে না অজ্ঞান হয়ে যায়। চেতনা ফিরতে দেখে পূর্বা নির্বাক পড়ে আছে। ওর চোখে মুখে জল দিয়ে স্বভাবিক করে বাগানে ছুটে যায় উষা। ওরা লক্ষ্মণ আর গণেশকে মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছে একপাশে। বাঁধন মুক্ত হয়ে ওরা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, দিদিমণি আমরা কিছুই করতে পারলাম না গো।

ভোরের আলো সবে দেখা দিচ্ছে। সারা শরীরে নরপশুর অত্যাচার নিয়ে, নির্বাক বসে আছে পূর্বা। উষা বলে, পূর্বা শোন আমরা আজই কলকাতা চলে যাবো কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। ওরা রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে থাকে। আমরা ওদের কিছুই করতে পারবনা। এখানে আর নয়। পূর্বা ফুঁসে ওঠে— 'না, কিছুতেই না। ওদের শাস্তি না দিয়ে কোথাও যাব না'। মা আঁতকে ওঠে— ''কি বলছিস তুই, ওরা আমাদের প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে গেছে।'' ''আমরা কি বেঁচে আছি মা?'' আলোচনার মাঝে দুপুর কখন গড়িয়ে গেছে। অবশেষে ওরা থানায় যাওয়া স্থির করে। থানাটা যথেষ্ট দূরে, ওরা যখন বেড়োলো তখন বিকেল। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দুর্গে প্রহরী হয়ে রইল লক্ষ্মণদা আর গণেশদা। থানার ভিতরে ঢোকার প্রয়োজন হয়নি কখনো, আজ এসেছে প্রাণের টানে। কনস্টেবল বলে বসুন, বড়োবাবু এখনো আসেননি। কি কেস? সঙ্কোচে উষার গলা ধরে আসে। পূর্বা বলে রেপ কেস। ঠোঁটের পাশে চিলতে হাসে লোকটা। তারপর কিছুটা সরে,অন্য একজনের সাথে গল্প জোরে। কথার ফাঁকে ওদের জরিপ করে। শীতের বিকেল ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে আসে। উষা মেয়েকে বলে—''এখন চল কাল সকালে আসবো, এর পর ফিরব কি করে।'' পূর্বা বলে—''না মা, রিপোর্ট না লিখে আমি যাবো না।'' কিছু পরে বড়োবাবু এসে তার রুমে ঢুকে যায়। অনেকটা সময় পার হয়, ওরা অস্থির হয়ে কনস্টেবল কে বলে—''আর কতক্ষণ বসবো।''

সে বলে— ''দাঁড়ান, স্যার এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।''

সেই সময় বাইরে ঝোড়ো হাওয়া দিয়ে, টিপ টিপ বৃষ্টি নামে। থানার আশপাশ কি নির্জন। সেই সময় বড়োবাবুর ঘরে ওদের ডাক পরে। ঘরে ঢুকতে তীব্র এলকোহলের গন্ধ নাকে লাগে। বড়োবাবু তখন জামার বোতাম খুলে, টেবিলে পা তুলে বিশ্রামরত। ওদের দিকে চেয়ে বলে কে রেপড? উষা বলে—''ও আমার মেয়ে, ওকে কাল রাতে কিছু জানোয়ার...''

আচ্ছা-আপনার যা রূপ এখন, তাতে করে আমি ভাবলাম—যাই হোক আমি সব শুনছি, তার পর বেল দাবে।

কনস্টেবল এলে ওকে বলে,—এই তোরা মা-কে নিয়ে বাইরে যা, আমি একে দেখছি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, বড়োবাবু উঠে দরজা লাগায়। মনে বল এনে পূর্বা বলে—আমার রিপোর্ট? বড়োবাবু ওর খুব কাছে এসে বলে-হবে হবে। পূর্বার গালে হাত দিয়ে বলে—''তুমি কিন্তু খুব সুন্দর। আচ্ছা তুমি ওদের চেনো? যারা তোমায়...''

হ্যাঁ চিনি-পাড়ার মোড়ে, গলিতে, ওদের সব সময় দেখা যায়

সম্ভবত কার্তিক নাম হবে, আপনি তাড়াতাড়ি আমার রিপোর্ট লিখুন আমাদের বাড়ি অনেকটা দূরে। কার্তিক? ওর কেস। মরেছে। পূর্বা বলে—'কেনো'? বড়ো বাবু বলে-ও কিছু না।

হ্যাঁ রিপোর্ট লিখবো, সব সাহায্য করবো। তুমি একটু আমায় খুশি করে দাও। পূর্বা উঠে দাঁড়ায়, ছিঃ। আইনের রক্ষক হয়ে আপনি এই কথা বলছেন। তাহলে আমরা কাকে বিশ্বাস করবো। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে পূর্বা। তার পর দরজার দিকে এগোয়, বলে ''থাক আপনাকে রিপোর্ট নিতে হবে না। আমি অন্য ব্যাবস্থা নেবো।''

বড়োবাবু বলে অনেক নাটক হয়েছে, এমন কত দেখলাম, বলেই ওর হাত ধরে টান দেয়। পূর্বা ছাড়াবার চেস্টা করে। বলে ''ছাড়ুন এত ছোটো লোক আপনি।'' এবার সপাটে একটা থাপ্পড় মারে পূর্বার গালে। তার শক্তির কাছে হার মানে পূর্বা। ওদিকে ওর মা সেই পরিণতির শিকার হয়।

রাত গভীর হতে থাকে। ওদিকে লক্ষ্মণ আর গণেশ উতলা হয়ে ওঠে। দিদিমণি, বউদি এখনো ফিরল না। বাবুকে ফোন করেছে অনেকক্ষণ, উনিও বোধ হয় এসে পড়বেন। কি জবাব দেবে তখন তারা, সেই চিন্তা করে। বাবু যখন এলো তখন প্রায় রাত বারটা পার হয়ে গেছে। তাকে দেখে ওরা কেঁদে ওঠে। বাবু ওরা যে এখনো ফেরেনি। সেকি তোরা খোঁজ করিসনি। ওরা বলে-না বাবু আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। এই প্রচণ্ড শীতে ঘেমে ওঠেন অরূপবাবু। গাড়িতে ওদের সাথে নিয়ে ছোটেন থানায়। থানার চারপাশ ফাঁকা। এখানে বসতি তেমন হয়ে ওঠেনি এখনো। থানায় ঢুকে ওদের সাথে কথা বলে চমকে ওঠে অরূপবাবু, ওরা নাকি এখানে আসেনি। কেঁদে ফেলে অরূপবাবু বলে— স্যার কি করবো এখন।

একটা মিসিং ডাইরি করে যান,আর আশে পাশে আত্মীয়, বন্ধুর বাড়ি খোঁজ করুন।

বাড়ি ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসেন অরূপবাবু।

এরপর খোঁজ শুরু করেন। অবশেষে একজন খবর দেয় এখান থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে যে চন্দনপুকুর গ্রাম আছে। সেই গ্রাম লাগোয়া একটা রেললাইন আছে, সেখানে দুটো মৃত দেহ পাওয়া গেছে। ট্রেনের চাকায় তারা এতটাই ক্ষত বিক্ষত যে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না।

ওরা যতক্ষণে ওখানে যায়, ততক্ষণে পুলিশ লাশ দুটো মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানকার থানা আলাদা। অনেক অনুনয় করে বডি দেখার ব্যাবস্থা করা হয়। ওদের কাছে যাবার আগে পর্যন্ত তার মন বলে, না এরা আমার কেউ নয়। সামনে যেতে সমস্ত আশা এক লহমায় নিভে যায়।

হা হা কার ভরা হৃদয়ে সিদ্ধান্ত নেয় অরূপবাবু, এই বাড়ি তিনি দান করে দেবেন কোনো আশ্রমকে। তারপর চলে যাবেন এখান থেকে।

কয়েক দিন পরে সমস্ত কাজ শেষ করেন তিনি। বাড়ি দানের সময় শুধু তাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখেন। এই আশ্রমের নাম যেন রাখা হয় 'পূর্বাশ্রম'।

নতুন চিঠির সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভাগ 'অন্যসংস্কৃতি' প্রকাশিত হয় মাসের চতুর্থ সপ্তাহে। যে-কোনো মৌলিক লেখাই এখানে পাঠানো যাবে। গল্প, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬৬০। কপি রেখে লেখা পাঠান। weeklynatunchithi@gmail.com newsnatunchithi@gmail.com হোয়াট্‌স অ্যাপে পাঠাবেন না।

হাটগোবিন্দপুরে সমবেত প্রয়াসের নাট্যোৎসব

বিশেষ সংবাদদাতা : হাটগোবিন্দপুর হাই স্কুল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো সমবেত প্রয়াসের তিন দিন ব্যাপী নাট্যোৎসব-২০২৫। 'ছোটদের নাটক এবং নস্টালজিয়া' থিমে আয়োজিত এই উৎসবে তিনদিনের প্রতিদিন প্রায় ১০০০-র বেশি দর্শক অংশগ্রহণ করেন।

৩০ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নিউরো সার্জন ডাঃ সুনন্দন বসু উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনে দুটি নাটকের সাথে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের স্কুল ও কলেজের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনে মঞ্চস্থ হয় বর্ধমান ইনসাইড আউট এর '৯১ মাধ্যমিক ব্যাচ' এবং বর্ধমান প্রয়াসের 'বুড়ো হওয়ার ওষুধ' নাটক। সৌম্য দেবের নির্দেশনায়, '৯১ মাধ্যমিক ব্যাচ' নাটকটি অতীত ছাত্র জীবনকে ফিরিয়ে আনে। 'বুড়ো হওয়ার ওষুধ' উদয়শংকর মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এক অন্য অনুভবের গল্প শোনায়।

৩১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দিনে 'নন্টে আর ফন্টে' এবং 'পাকা' নাটক দর্শকদের মুগ্ধ করে। 'পাকা' নাটকে ৯ বছরের বালিকার মনস্তত্ত্ব নিয়ে অসাধারণ উপস্থাপনা ছিল। 'নন্টে আর ফন্টে' সমবেত প্রয়াসের নিজস্ব প্রযোজনা, যা সায়ন্তন মুখার্জির নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়।

নতুন বছরের প্রথম দিন 'দ্যা কাইট রানার' নাটক মন্ত্রমুগ্ধ করে দর্শকদের। হাতিবাগান কাব্য কলা মনন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও দেবান্তর আর্টস-এর যৌথ প্রযোজনায় এই নাটকটি দর্শকদের মনে দাগ কেটে যায়। নির্দেশনায় ও অন্যতম প্রধান চরিত্রে, সুমিত কুমার রায়। এছাড়াও সুমিত দত্তের মত অভিনেতারা মঞ্চ দাপালেন। নাটকের মূল কাহিনী খালেদ হোসেইনি এর বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে, যার নাট্যরূপ দিয়েছেন অন্তরা চ্যাটার্জী। প্রযোজক দেবাশীষ চ্যাটার্জী। সেদিন এই নাটকটি দেখতে নাট্য উৎসবে যোগ দেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী দেবদূত ঘোষ। সমবেত প্রয়াসের ছোটদের নাটকের কর্মশালা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন বরিষ্ঠ অভিনেতা। ভবিষ্যতে এই নাট্য কর্মশালায় যোগদান করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত সমবেত প্রয়াস ১৯৯৮ সাল থেকে ৬০টি গ্রাম, ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করে চলেছে। সংস্থার সম্পাদক গুণময় রায় এবং সভাপতি অধ্যাপক রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে এই সংস্থা ছোটোদের নাটক, কর্মশালা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য মেলা ইত্যাদি সংগঠিত করে প্রায় সারা বছর ধরে।

এলাকার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক-এর কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নাট্যোৎসবের সাফল্যে সমবেত প্রয়াসের সদস্যরা জানিয়েছেন, এই উৎসব তাদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। দর্শকদের সমর্থন এবং অংশগ্রহণে তারা আপ্লুত। সমবেত প্রয়াসের এই উদ্যোগে এলাকার সাংস্কৃতিক চেতনা আরও উজ্জীবিত হবে বলে আশা করা যায়। সম্পাদক গুণময় রায় বলেন, সকলে এগিয়ে এলে এই উৎসব ছোটোদের ভবিষ্যৎ গড়তে আরো বড় ভূমিকা নেবে।

নতুন চিঠি-র খবরগুলি
weeklynatunchithi@gmail.com / newsnatunchithi@gmail.com
-তে পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। হোয়াট্‌স অ্যাপে খবর পাঠাবেন না।

বধির

তপোময় ঘোষ

তামার রেকাবিতে দুটি নয়নতারা ফুল,
তিনটি তুলসি পাতা আর আসত
একটি গঙ্গাল নিয়ে
আমার ঠাকুমা তোমার কাছে আবদার করেছিল—
আমাদের সোনার ভবিষ্যৎ।
তোমার কানের ডাক্তার নিজেই তখন চিকিৎসায়
ফলত, তুমি কিছুই শোনোনি।
ছবি হয়ে দিব্যি ঝুলে আছো ঠাকুরের দেয়াল
আর বাইরে কায়া-মায়ার সাথে তুলসী তলায়।
অকূলপাথারে আমরা, ঠাকুমার সাধেরজনরা
সবাই নাকানি চোবানি খাচ্ছি, তুমি নির্বিকার।
তোমার ঠাকুরঘরে ঠাকুমার দেওয়া বাতাসা আর
মাছি তাড়ানোর ক্ষমতাও তোমার নেই জেনেও
আমার মা আজ ও সেই
সেই রেকাবিতে দুটি নয়নতারা
আর একটু জল অপচয় করছে।

আজকের ভারত

অরুণ মজুমদার

সবরমতী আশ্রম সেদিন লজ্জায় ভেঙে পড়েছিল
গোধরার অসহ্য মৃতুর শোক বুকে বেঁধে ছিল আমজনতার
কর্পোরেট জগৎ বেছে নিয়েছিল এই মানুষটিকে
তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য
লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল সমস্ত বেনিয়াকুল
ভূ ভারত ক্রমে-ক্রমে কালো ধোয়ায় ঢেকে যায়
গভীর থেকে গভীরতর অসুখে নিমজ্জিত এভারত
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী উদ্ভাসিত পংক্তিগুলো
গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে ঢেকে যায়
ইতিহাস নতুন করে লেখা হচ্ছে
সুকুমার মতি কিশোরদের মগজধোলাই হচ্ছে ডবল ইঞ্জিন
আমিষ অমিল খল চাতুর্যে শুধুই বায়বীয় ভাষণে রামধনু
মধ্যবিও নিম্নবিত্তের নাভিশ্বাস, তাদের সামনেই বিষাদের সকাল
কর্পোরেট জগৎ গগন চুম্বী মুনাফায় উল্লসিত এখন সময় আছে
মানব জমিন কর্ষিত হোক আবিলতা মুক্ত মহাভারতের আয়োজনে।

কেরামত শেখ স্মরণে ১২৯ জনের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ জানুয়ারি : প্রয়াত কেয়ামত আলী শেখ স্মরণে ১২৯ জন যুবক-যুবতী রক্ত দান করে। তার মধ্যে ২৯ জন মহিলা। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে শিমুলগড়িয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কেরামত আলী শেখের পুত্র আলিম শেখ, সুকুল শিকদার, প্রবীর দেবনাথ, সুনিত্রা ধাড়া, পিংকি বৈরাগ্য, হালিম শেখ, সুভাষ সরকার প্রমুখ।

কর্মচারী আন্দোলনের নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ জানুয়ারি : কর্মচারী আন্দোলনের নেতা অনিমেষ ব্যানার্জির (৬৬) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন। কলকাতার চিকিৎসারত তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ কলকাতা থেকে কালনার বাড়িতে নিয়ে এলে সেখানে সিপিআই(এম)-এর কালনা শহরের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতের মানুষরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তার স্ত্রী এক পুত্র বর্তমান। শেষে কালনা শ্মশান ঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়।

সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিআই(এম)-এর ঘনিষ্ঠ দরদি সেবা ঘোষ (৮৫) গত ১২ জানুয়ারি বার্ধক্য জনিত রোগে প্রয়াত হয়েছেন। সেবা ঘোষ ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ডা. বিষ্ণুপদ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় প্রাক্তন সিপিআই(এম) নেতা নির্মল ঘোষের। বর্ধমান শহরে থাকাকালীন তিনি জগৎবেড় এলাকার মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অমল হালদার, অরিন্দম কোঙার, আব্দুল মালেক, রবিশংকর পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

—প্রথম পাতার পর

যুবদের বিক্ষোভ

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এই ঘটনার আমরা তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা মানুষের স্বার্থে লড়াই করি। মানুষের স্বার্থ তথা অধিকার আদায় করার জন্য যতদূর যেতে হয় আমরা যাব। মন্ত্রীর চরাও হওয়ার ঘটনাটি ঘটে ২০ জানুয়ারি মঙ্গলবার পূর্বস্থলী-১ ব্লক বিডিও দপ্তর চত্বরে। সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন এস আই আর নিয়ে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ছিল। এই ডেপুটেশনের একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দিতে বিডিওর দপ্তরে ঢোকেন। সেই সময় বাইরে ডেপুটেশনের সভায় বলছিলেন ছাত্রনেতা কৌশিক সরকার। তার বক্তব্যের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ দলবল নিয়ে চিৎকার করতে করতে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন। কৌশিক সরকারের মাইকের সামনে এসে এই সভা বন্ধ করার হুমকি দেন। হুমকি সত্ত্বেও ছাত্রনেতা বক্তব্য চালিয়ে যাওয়ার সময় মন্ত্রী মাইক কেড়ে নেন। যদিও ওই কর্মসূচির সাময়িক বিরতি ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কর্মসূচি সফল হয়।

বাহান্নবর্তী (২৭)

রত্না রশীদ

সরস্বতী পুজোর দিন নাকি লেখাপড়া করতে নেই— এমনই লোকবিশ্বাস। বস্তুতঃ যারা সম্বৎসর লেখাপড়া করে সেই ছাত্র-ছাত্রীরা যদি প্রতিদিনের মতো সরস্বতী পুজোর দিনেও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুজোর জোগাড়, আয়োজন, মণ্ডপ সজ্জা, অল্পনা, ভোগ-এর ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কাজ-কর্মগুলো করবে কারা? ওদের পুজো, হীরের থেকে জিরের যোগাড় তো ওদেরই করতে হবে। মায়েদের আজ কারো হাতে সময় নেই, সব মায়েরা বাড়িতে শীতল-ষষ্ঠীর রান্না সারতে ব্যস্ত। পুজোর পরের দিন বাড়িতে ঠাণ্ডা খাওয়া, উনুন জ্বলবে না, আজ সব রান্না করে রাখতে হবে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব। আর স্কুলে এসে পড়াশোনার বাইরের অন্যরকম কাজ করার সুযোগ ও দায়িত্ব পেয়ে উৎসাহে ও উন্মাদনায় টগবগ করতে থাকে ছেলে-মেয়েগুলো। প্রায় সপ্তাহভর চলে প্রস্তুতি। বাড়িতে যে কাজ হাজার অনুরোধেও করবে তো না-ই, কানেও তুলবে না, সেই কাজ করার জন্য হুড়োহুড়ি— প্রায় মারামারি—এই তুই এই ঘরটার ঝুল ঝেড়েছিস্, আমি কিন্তু ঝাঁট দেবো।

—মজা আর কি! আমি ঝুল ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম, আর ঝাঁটা বুলিয়ে উনি নাম কিনবেন! মিস্ আমাকে এই রুমটা পরিষ্কারের দায়িত্ব নিজে ডেকে দিয়েছেন।

—আমাকে ম্যাম বলেছেন যে, সবাই মিলেমিশে কাজ করো। তার বেলা...

—তো তুই যা অন্য রুমে গিয়ে মিলেমিশে কাজ করগে। এখানে হবে না।

এইভাবে ঝগড়াঝাটি করে পুজোর প্রস্তুতির কাজ সারে ওরা। আর এক দফা ঝগড়া ঝাটি বাঁধাকপি কাটার সময়। যে বাড়ি থেকে বঁটি নিয়ে আসবে, তার অলিখিত অগ্রাধিকার। স্কুলে সেদিন বঁটির গোনাগুনতি নেই। তবে সবাই তো আল্পনা পারে না। কিছু বাচ্চা স্টুডেন্ট আল্পনা দেয়, অনেকে মিলে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, রঙিন কাগজের শিক্‌লি বানায়, সাজিয়ে তোলে শিক্ষাঙ্গনের ভেতর—বাহির।

পুজোর চেয়ে আয়োজনে যেন বেশি আনন্দ। পুজোর দিন প্রত্যেকে ছোট ছোট ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে আসে। পরদিন মায়েরা আসবেন দল বেঁধ—দধিকর্মা প্রসাদ পাবেন তাঁরা। এইজন্য অনেক বেশি করে দধিকর্মার বন্দোবস্ত করতে হয়।

নানাবিধ আনন্দ আয়োজনে একসময় কেটে যায় পুজোর প্রহর।

(চলবে)

প্রজাতান্ত্রিকতার সঙ্কট

—দুয়ের পাতার পর

2. Arundhuti Roy : Azadi : Freedom, Facism, Fiction. 2020.
3. Amartyo Sen : The Idea of Justice. 2029.
4. Pratapvanu Mehta : The Burden of Democracy. 2003.
5. Ramchandra Guha : India after Gandhi : the history of the world's largest democracy.2023.
6. Antonio Gramsci : Selections from the Prison Notebooks. 1971.
7. Arendt Hannah : The Origins of Totalitarianism. 1951.

পূর্বস্থলীতে সিপিআই(এম) কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ জানুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির অধীনে কালেখাঁতলা-১ পশ্চিম শাখার সদস্য জুরান ঘরামির (৭৫) জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন মারণ রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত গিয়ে মৃতদেহে লাল পতাকা ও পুষ্প স্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান বিন কাসিম সেখ, সুব্রত ভাওয়াল, প্রদীপ কুমার সাহা, সুমন্ত মুণ্ডারী, কার্তিক দাস, সরস্বতী বিশ্বাস (দাস), নেহেরু কুড়ি, উত্তম হাজরা, বাসন্তী কুড়ি প্রমুখ। মৃত্যুকালে স্ত্রী এক পুত্র, এক কন্যা ও বৌমা বর্তমান।

সিপিআই(এম) কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২১ জানুয়ারি : আজ গলসী-১ এরিয়া কমিটির পুরষা কর্মী সেখ সত্তার (৭৩) বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ থাকার পর আজ পুরষা গ্রাম প্রয়াত হন। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন এলাকার নেতৃত্বসহ সহযোদ্ধারা। রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যাকে।

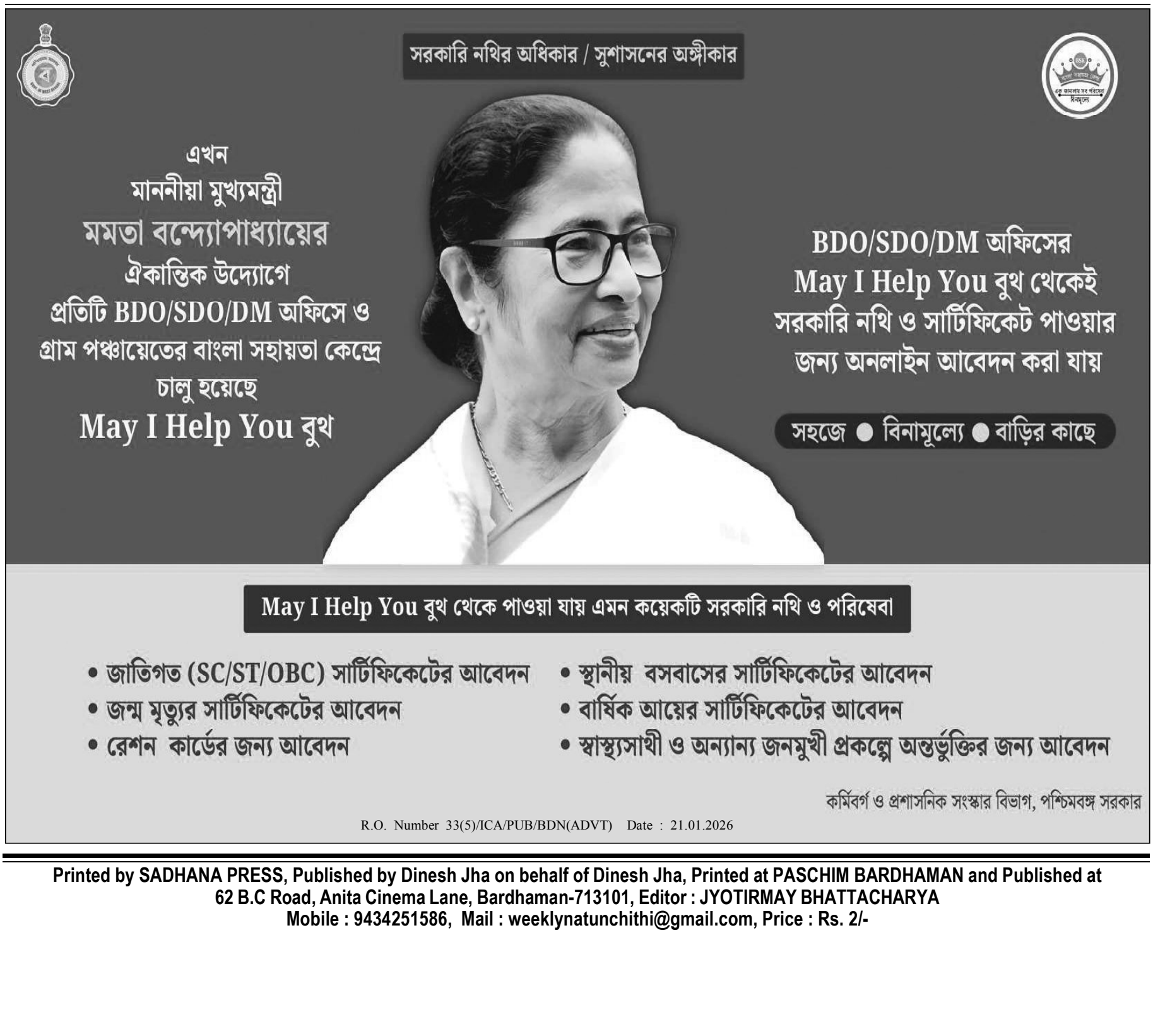

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-